দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 21 2002

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ভাষার নক্ষত্রপুঞ্জে প্রতিটি শব্দই এক একটি তারকা

তন্ত্র্য ও মাতৃভাষা আন্দোলন

বৃহস্পতিবার

অন্যান্য সং
ক্ষেত্রে অভি
আচরণের
ল এদেশের মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত
এই দিনটিকে যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ধার্য করা হয়েছে, তাতে এদেশের মানুষের
ও ভাষা সংগ্রামের প্রতি এক দুর্লভ সম্মান
করা হয়েছে বৈকি। সেই ভাষা সংগ্রাম তথা
। অমর একুশে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।
রও ঐতিহাসিক, আরও মৌলিক। একটা
ন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে পরিণতি লাভের প্রক্রিয়ায়
র একটা আন্তঃসলীলা ফল্গুধারার আকস্মিক
ভুর ফোয়ারা, একটা আর্টেসিয়ান কূপের
সম্পৰে। আর সেই প্রক্রিয়ার শুরু আরও অতীতে,
আমল থেকে।
ইলিয়াস শাহ চতুর্দশ শতাব্দীতে (১৩৪৩
যে স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা করেন, দিল্লীর
ঐতিহাসিকেরা পরিহাস করে তার নাম
ন শাহী বাংলা। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ তাকে
করতে পারেনি। দীনেশ চন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গ
ই ইতিহাস তুলে দিচ্ছি:
খাজে (প্রথম) ১০ বৎসর নির্বিবাদে রাজত্ব
লন। ইহার উপাধি ছিল 'সামসুদ্দিন'- ইনি
প্রথমে জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করিয়া
ও হস্তী লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বরের কাণী
কোন এক স্থান অধিকার করাতে সম্রাট
সাশাহ তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন।
নের পুত্র পাড়ুয়ায়ও তিনি স্বয়ং একডালা দুর্গে
লাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে
পুত্র বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট কিছুতেই
একডালা দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই।
বিগ্রহের পর সামসুদ্দিন সম্রাটকে কিছু অর্থ
উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাহার পুত্র মুক্তি
কাতালেন। ইহার পরে ফিরোজ সাহ বঙ্গেশ্বরের
স্বীকার করিয়াছিলেন।"
স্বাধীন সুলতানী আমলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল,
ণায় এদেশের উত্তরে পাহাড়ী জঙ্গল কেটে আর
গরসঙ্গমের বনবাদাড় সাফ করে বুনো হাতি
র মানুষ থেকো শাদুলের ঝড়ঝঞ্ঝা খরা-বন্যা
মুন্ডাটার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কৃষি বসতির সমূহ
বাংলার চাষী-তাঁতী কারিগরের স্বনির্ভরতা,
ও মানব মর্যাদাবোধের জাগৃতির লক্ষণ
। তখন থেকেই। একই সাথে ভাষাগর্বেরও
বাঁধতে থাকে। সেন বংশের প্রতাপ যতদিন
ততদিন সমাজ দর্শন বা তত্ত্বালোচনায়
ব্যবহার ছিল না, বাংলায় ন্যায়বাক্য আদপে
ছিল না। যদিও তার কয়েকশ' বছর আগে
লোকজ দর্শন ও সুকুমার বৃত্তির
অভিব্যক্তি ঘটেছে, পাল বংশের বৌদ্ধ
ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে সেসব হারিয়ে গেছে। সূফী
গ্রাহ্য মিশ্র ভাষায় তত্ত্বালোচনা ও মানব
সদালাপ দিয়েই আমাদের পূর্ব পুরুষের
প্রত্যয় জন্মেছিল।
সেনের প্রতিপত্তিকাল থেকেই সূফী
পূর্ববঙ্গে

শের পর ভারতীয়
গাটা ভারতের অন্য কোন
চবাদ করেননি। বরং
বড় পন্ডিতেরা হিন্দি
নে নিয়ে বাংলা ভাষার
বাংলায় এই ঘোষণা দেয়ার

রাজ্য ও জনপদে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু
অস্তিত্ব পাওয়া যায়, আবার কতকগুলো
যায় না। সেকালে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশের
আঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা
আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে,
কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের আগে আজকের

রেজোয়ান সিদ্দিকী

বিশিষ্ট ইতিহাসকার
র বাঙালিকে এক
পরামর্শ দিয়েছিলেন।
লা দেশের সম্বন্ধে কিছু
দেওয়া চলে না। ভারত
শেষ। যাহা লইয়া
তাহার বেশির ভাগই
ভারতের অন্যান্য
য়ে বাঙ্গালীর সমতা
ধারণকে ভুলিলে,
ভারতীয়ত্ব আছে,

নীহাররঞ্জন রায় তার
রেননি। কিন্তু নির্দ্বিধায়ই
ণ ভারতের মানুষের
হিন্দু ধর্ম।
হাররঞ্জন রায় এই বক্তব্য
ণ তিনি তার ধর্মীয়
ইঙ্গিত করেছেন। কারণ
ত গিয়ে বলা হয়েছে:
ধর্মমতের একত্ব ভিন্ন
গোলিক একত্ব বিশেষ
ভিন্ন সাধারণ স্বার্থবোধ
হওয়া সত্ত্বেও পোলদের
য়ো থাকা সত্ত্বেও
ছিল। কোনও জাতির
প্রচেষ্টা উহার

র কারণেই পূর্ববাংলার
ই হয়েছিল এবং
র প্রেরণা ও প্রচেষ্টা
ার-মানুষের মধ্যে

সাধক ও মুসলমান বণিকদের আগমনের পর
পরিবর্তন হতে শুরু করে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের
অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এখানকার মানুষের
একই রকম ছিল না। কিন্তু কবিনির্ভর গরিষ্ঠ
জীবন চেতনা ছিল প্রায় একই রকম।
মুসলমান আরব বণিক ও সূফী সাধকরা বাংলায়
করেন অষ্টম শতকের দিকে। তখন আরব বণিকের
উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দরে দু'তিন মাস অবস্থান
বণিকদের সঙ্গে আসা সূফী সাধকরা সনাতন ধর্ম
নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার জনগণকে ইসলামে
শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। সকল মানুষ যে এক
অধিকারী, সে কথাও তারাই এখানে প্রচার করে।
ফলে সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট
করে।
এ প্রসঙ্গে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:
'বাঙ্গালাদেশে ইসলাম সূফী মতই বেশী প্রসার
মতের ইসলামের সাহিত্য বাঙ্গালায় সংস্কৃতির
কোনও বিরোধ হয় নাই।... মধ্যযুগে তুর্কী বিজয়
যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে
সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল।'
বাংলার সংস্কৃতি গঠনে 'ইসলামের ভূমিকা ও সংশ্লেষ
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে স্বাতন্ত্র্য আলোচনায় হুমায়ুন কবির
(ভারতের নেহরু সরকারের শিক্ষামন্ত্রী) তার 'বাংলার
নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সেখানে আর্দ্র হাওয়া
কাঁকরের পথ, সংকীর্ণ নদী, বাতাসে তীব্রতার অভাব
রৌদ্রে কঠিন্য দিনের তীব্র ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর
মায়াবি অন্ধকারে সময় মিলিয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার
তাই লোকাতীত রহস্যের আভাস, জীবনের প্রতি
ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে তাই
মানুষের আত্মবিস্মরণ।
কিন্তু বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ববঙ্গে

সংস্কৃত কাব্য 'শেক
শুভোদয়া' গ্রন্থে কীর্তিত
হয়েছে। প্রত্যন্ত বাংলার
বিভিন্ন জায়গায়
লোকপ্রবাদ অনুযায়ী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ
(চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার শরীফ
মোতাবেক নবম শতাব্দীর) পুরো ত্রয়োদশ শ

সা

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আ
এদেশের উত্তরে পাহাড়ী
বনবাদাড় সাফ করে বুনো
ঝড়ঝঞ্ঝা খরা-বন্যা জোয়
সমূহ বিস্তার। বাংলার চাষী
ও মানব মর্যাদাবোধের জাগৃ
সাথে ভাষাগর্বেরও লক্ষণ
যতদিন বজায় ছিল ততদিন
ব্যবহার ছিল না, বাংলায়
যদিও তার কয়েকশ' বা
সুকুমার বৃত্তির সংবেদনশী
রাজত্বেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে
গ্রাহ্য মিশ্র ভাষায় তত্ত্বালো
আমাদের পূর্ব পুরু

তাঁরা বাংলাদেশের কৃষক বসতিগুলোর স
কাঠামো গড়ে তুলেছেন। সেই কাঠামো আর
আত্মমর্যাদায় আরও বলীয়ান হয়েছে চতুর্দশ
হযরত শাহ জালাল, শেখ রেজা বিয়াবাণী,
সিরাজউদ্দিন, শেখ আলাউল হক, মখদুম
ই-জাহান গাস্ত, হযরত নূর কুতুব আলম,
আশরাফ জাহাঙ্গীর, শেখ হোসেন যুক্তার
হুসামউদ্দিন মানিকপুরী, জাফর খান গাজী
রওশন আরা, শেখ বদরুল ইসলাম, শেখ
শেখ জাহিদ, বদরুদ্দিন শাহ মাদার, শাহ
কুমী হালভী, মওলানা আতা, শাহ সফিউদ্দিন
এবং আরও পরবর্তীকালে হযরত শাহ কাবু,
বাগদাদী, মওলানা শাহ মোয়াজ্জম
শাহজালাল দকিনী, খান জাহান আলী, শা
গাজী, শেখ আবদুল্লাহ শাত্তারিয়া, দরবে
সাক্কা, এদের সম্মিলিত প্রভাবে। একদিকে
ছিল তাদের অসামান্য প্রভাব, অন্যদিকে
রাজা-আমীর-সুলতান-নাজিমদের

হেরও আগেও ওই ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল ছোট ছোট

কোন প্রকার মেলার প্রসঙ্গে
আলোচনা করতে গেলে আগে
জেনে নেয়া দরকার মেলা কি?
শব্দটির মূল 'মেল'। এর

বাংলাদেশ বিশ্বকে উপহার দিয়েছে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিশ্ববন্ধনের চির উজ্জ্বল আলোক সরণি। সে আলোর পথ ধরে হাঁটবে ভবিষ্যত বিশ্বমানব।

(বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসারবৃন্দের সহায়তায় এই নিবন্ধ তৈরী করা হয়েছে)